দৈনিক

25 JUL 2008

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নীতি-মূল্যবোধের রক্ষক হিসাবে দেখিতে চাই

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষকই একাডেমিক কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত' শিরোনামে যে শীর্ষ খবরটি ২৪ জুলাইয়ের ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে দেশের উচ্চ শিক্ষার বেহাল দশা বুঝিতে কাহারো বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইবে না। জানা গিয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শতাধিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। স্বনামধন্য ২০ জন অধ্যাপক শিক্ষা ছুটি লইয়া দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। তিন শতাধিক শিক্ষক বর্তমানে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন কিংবা খন্ডকালীন শিক্ষক, গবেষণা সংস্থা, এনজিও প্রতিষ্ঠান, বিদেশি সংস্থার পরামর্শক বা কনসালট্যান্ট হিসাবে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহাছাড়া ছুটি লইয়া বিদেশে অবস্থান করিতেছেন আরো ২৪৫জন শিক্ষক। দেশের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠের অনুমোদিত ১ হাজার ৫৫০ জন শিক্ষকের প্রায় অর্ধেক শিক্ষক যখন একাডেমিক কার্যক্রম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন, তখন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক শিক্ষাকার্যক্রমে ধস নামিয়া আসা স্বাভাবিক। বাস্তবেও ঘটিতেছে তাই। উচ্চ শিক্ষার মানের অধোগতি লইয়া অভিযোগ উঠিতেছে সঙ্গত কারণেই। গবেষণা কার্যক্রম স্থবির। ফাঁকি দিয়া শিক্ষকরা হয়তো বৈষয়িকভাবে লাভবান হইতেছেন, কিন্তু অসংখ্য শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করিয়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক ক্ষতি ডাকিয়া আনা হইতেছে, তাহার দায়ভার লইবে কে?

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে শিক্ষকদের পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সির ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই। কিন্তু সুস্পষ্ট নীতিমালা নাই বলিয়া মহান শিক্ষকদের অনৈতিক অবস্থান কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত চার শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৮/১০জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈধ ছুটি বা 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট নিয়াছেন। বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত থাকিয়া শিক্ষকরা যে আয় করিবেন, সেই আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নিয়ম রহিয়াছে। কিন্তু নিয়মের পরোয়া করিতে রাজি নন অধিকাংশ শিক্ষক। অন্যদিকে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানকারী বা ছুটি ভোগকারী শিক্ষকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।

জাতির বিবেক বলিয়া যাহারা পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন তাহাদের ক্ষেত্রে 'গাছেরও খাইব তলারও কুড়াইব' গোছের মানসিকতা শোভা পায় না। একজন শিক্ষক যথার্থই বলিয়াছেন, অনুমতি না লইয়া কনসালটেন্সি করা অনৈতিক এবং বেআইনি। কিন্তু মজার বিষয় হইল, দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষকতার মহান পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত শত শত শিক্ষক এই অনৈতিক ও বেআইনী কাজ অবলীলায় করিয়া যাইতেছেন। স্বল্প বেতনের কথা বলা হইতেছে কিন্তু একবারও এই গরীব দেশটির কথা ভাবা হইতেছে না। যদি কোন শিক্ষকের বেশি বেতনের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হয় তিনি কেন চাকুরি ছাড়িয়া যান না। অনেক উচ্চ শিক্ষিত বেকার রহিয়াছে যাহাদের এই স্বল্প বেতনের চাকুরিটা খুবই দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা মূল দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়া অন্য কোনো পন্থাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করিলে তাহা জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। যাহার যে দায়িত্ব, তাহাকে নিষ্ঠার সহিত সেই দায়িত্বই পালন করিতে হইবে। শিক্ষকদের অসততা ও সুবিধাবাদী মানসিকতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিম্নগামী হইতে দেওয়া যাইবে না। শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করিয়া শিক্ষকগণ বিত্তবান হইবার জন্য যাহা খুশি করুন, কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না। কিন্তু এই মহান পেশায় যতক্ষণ তাহারা নিয়োজিত রহিয়াছেন, ততক্ষণ তাহাদেরকে এই পেশার দায়িত্ব, মর্যাদা ও ভাবমূর্তি রক্ষার দায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

দেশ ও জাতি একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ সততা এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের বড়ই অভাব। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান শিক্ষকরাও যদি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেন, তাহা হইলে জাতির অধঃপতন রোধ করা কঠিন হইবে। আমরা আশা করিব, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের পটভূমিতে সরকার এই মহান পেশার প্রতি সম্মান দেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যথোপযুক্ত বেতন কাঠামো নির্ধারণ করিবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সততা ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিবেন, জাতি ইহাই প্রত্যাশা করে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হইতে হইবে।